তারিখঃ ২৩.৩.২১ – ২৪.৩.২১ ইং

**প্রকাশ ও প্রকৃতি**

গতকালের আলোচনা থেকেই শুরু করছি।

নবী ইব্রাহিম (আ) কে নিয়ে আমাদের অনেক কথা আছে। কোরআনে বর্ণিত তার বিভিন্ন ঘটনার উপর আমরা আরো অনেক কিছু জানতে ও দেখতে পারবো। অনেক অনেক আলোচনাই বাকি আছে। যেহেতু গতকাল আপনাদের মধ্যে দুজনে ইব্রাহিম নবির সাথে উক্ত সূত্রে পক্ষে কিছু দলিল জানতে চেয়েছেন, তাই আজকে এই বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা করবো। তাছাড়া পুরাতন আলোচনা গুলো আরো ভাল করে রপ্ত করার জন্য, উক্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। আলোচনা করা যাক।

তারকা পথ ও হেদায়াত দেখায়ঃ ★ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ এবং তিনি পথ নির্নয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। [ সুরা নাহল ১৬:১৬ ]

স্পষ্ট বলা হয়েছে, আল্লাহ সবার জন্য পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন। উক্ত চিহ্ন গুলোর মধ্যে, অন্যতম একটির বিষয়ে তিনি বলে দিয়েছেন। সেটা হলো নক্ষত্র। নক্ষত্র সুপথ তথা হিদায়াত দেখায়। কথা হলো নবি ইব্রাহীম তো এই সূত্র জানতেন না। যদিও তাঁর স্রষ্টার অনুসন্ধান এই সূত্রের মধ্যে পড়ে। কথা হলো নবি ইব্রাহীম কি করে চিনে গেলেন বা বুঝে গেলেন? যে স্রষ্টা একজনই। তার কোন সন্তান, পরিবার ও শরিক নেই? এখন দেখব কোরআন কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কি না।

 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [ সুরা নাহল ১৬:১২ ]

এখানে বলা হয়েছে তারকার জন্যেও বিধান দেওয়া হয়েছে। বিধান মানেই হলো নিয়ম, নীতি ও ধর্ম। তার মানে এগুলোর জন্য নীতিমালা আছে।নীতি মালার গভিরে গিয়ে বুঝতে সুত্রের প্রয়োজন। বোধশক্তি সম্পন্ন যারা, তারা ঐগুলো থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

ইব্রাহিম (আ.)'র ঘটনাটি সুরা আনআমের ৭৫ থেকে ৭৯ নম্বর আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِي، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِي، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، 'আমি এভাবেই ইব্রাহীমকে আকাশ ও ভূমণ্ডলের বিস্ময়কর বস্তুগুলো দেখাতে লাগলাম-যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। এরপর যখন রাতের অন্ধকার তার উপর নেমে এল, তখন সে একটি তারা দেখতে পেল, বলল, এটা আমার রব বা প্রতিপালক। এরপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বলল, আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। এরপর৭ যখন চাঁদকে ঝলমল করতে দেখল, বলল, এটি আমার প্রতিপালক। এরপর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল যদি আমার রব বা প্রতিপালক আমাকে পথ- না দেখান, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এরপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল, এটি আমার রব বা পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। এরপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়,  তোমরা যেসব বিষয়কে শরিক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত।(সুরা আনআম ৬:৭৫-৭৯)।

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ইব্রাহিমকে আগে বিস্ময়কর কিছু দেখাতে লাগলেন। যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় পূর্ব পরিকল্পিত এটা, যেন ইব্রাহিম বিশ্বাস হয়ে যায় এবং তার বিশ্বাসটা যেন দৃঢ় হয়ে যায়। এগুলো যা কিছুই দেখানো হচ্ছিল, তা সবই আকাশ ও জমিনের মধ্যেই। অর্থাৎ আমাদের দেখা এই সমগ্র বিশ্ব জগতের মধ্যে।

কি ছিলো সেই বিস্ময়কর বিষয় বস্তু গুলো? উত্তর গুলো আয়াতের পরের অংশে এই ভাবেই দেওয়া হয়েছে, যেমন: তিনি জমিনে। রাত্রী দেখতে পেলেন=> তারপর আকাশের দিকে দেখতে পেলেন নক্ষত্র, চাঁদ=> তারপর জমিনে তথা জগতে দিন চলে আসলো। আকাশে তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন। দিন ও সূর্য উভয়কে সাহিত্যে পুরুষ বাচক শব্দ ধরা হয়।

তাহলে বিস্ময়কর বিষয়বস্তু গুলো ৩য় বা পুত্র মন্ডল => জমিন ও রাত ২য় মন্ডল মন্ডল। শব্দের দিক থেকেও পৃথিবী স্ত্রী লিঙ্গ। রাত্রীও স্ত্রী লিঙ্গ। তাই জমিন দিয়ে ধরি, আর রাত্রী দিয়ে ধরি, হিসেব একই নিয়ম মত যাবে।=>তারপর আকাশের দিকে দেখলেন। এটা ১ম মন্ডল। আকাশ পুরুষ বাচক।

অপর দিকে ১ম মন্ডল। এই তৃ মন্ডলে লিঙ্গের বিষয়টি গুরুত্বের কিছু নয়। তিনটি মন্ডলের বিষয়টাই গুরুত্বের। আবার আমরা যদি বিস্ময়কর বিষয়বস্তু গুলো কেবল আকাশের দিক থেকে দেখা শুরু করি। তখন অন্ধকারে আলোর পরিবারের সাজারাহ দেখতে পেলেন।

নক্ষত্র ছিল ৩য় মন্ডল=> চন্দ্র ২য় মন্ডল=> সূর্য ১ম মন্ডল। এটাকে তিন পুরুষ হিসেবেও ধরা যায়। (মনে রাখবেন আলোর পরিবার হিসেব করলে নক্ষত্র হলো মাতৃ মন্ডল। এই মন্ডলে পরিবার মাতার পরিচয়ে পরিচিত হয় অথবা মাতা সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত হয়। পিতার গুরুত্ব কম থাকে। সাধারণত চাঁদ নক্ষত্রেরও আগেই প্রকাশিত হতে পারে। দিনের শেষ ভাগেই দেখা যায়। এবং অনেক সময় ভোরের আকাশেও দেখা যায়। আলোর পরিবার হিসেবে তখন চাঁদ পুত্র এবং সূর্যের সমকক্ষ। সুর্য পিতা।

পিতা ১ম মন্ডল এক+ পুত্র ৩য় মন্ডল এক। এটা অসাধারণ বুঝায়। যেমনটা আদম ও নুহ, আদম ও ইসার উদাহরণ দিয়েছিলাম। প্রায় ধর্মের নিয়মে রাত দিয়ে হিসেব শুরু করা হয়। সেই হিসেবে চাঁদ আগেই প্রকাশিত হয়, তাই চাদঁ ১ম মন্ডল। তারপর নক্ষত্র ২য় মন্ডল। চন্দ্র কলার পরিবর্তনের কারণে চাঁদ আগে পরে দেখার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। অনেক সময় চাঁদ অমাবস্যায় দেখাও যায় না। অতঃপর ১ম মন্ডল সূর্য দিনে আসে। চাঁদ কে ২য় মন্ডলেও হিসেব করা যায়। তখন চাদঁ অনেক বিস্ময়কর।)

আলোর পরিবার হিসেবে সাজারাহ হবে চাঁদ=>নক্ষত্র=>সূর্য।  নক্ষত্র তখন মাতৃ মন্ডল। আর পিতা-পুত্রের (পিতৃঋণ-পুত্রঋণ) বংশের সাজারাহ হলে মাতা থাকবে না। সূর্য হবে তখন পিতা। তার বংশ চন্দ্র, তারপর চন্দ্রের বংশ থেকে নক্ষত্র।

#**শায়েখের প্রশ্নঃ** বলতে ছিলাম ইব্রাহীম এই বস্তুগুলো দেখেই কি করে বুঝলেন যে স্রষ্টা এক জন?

তিনি তো স্রষ্টাকে ভিন্ন কিছুও ভাবতে পারতেন। যেমন: এগুলোরও তো ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা থাকতে পারতো? অথবা... স্রষ্টার একাধিক অংশ থাকতে পারতো!? অথবা সেই স্রষ্টারও কোন স্রষ্টা থাকতে পারতো!? সেই স্রষ্টা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন এমনও ভাবতে পারতো? তিনি স্রষ্টাকে ঐরকম কিছুই কেন মনে করেন নি কেন!?

আকাশ-জমিন, রাত, দিন, নক্ষত্র, সূর্য এগুলো তো সকল দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মানুষই দেখে। তারা সবাই তো ইব্রাহীমের মত করে এক স্রষ্টা মানে নি। তারা ঐগুলোকে স্রষ্টা মনে করে ও করতো। অনেকে ঐগুলোকে স্রষ্টার অংশ মনে করে অথবা আলাদা আলাদা স্রষ্টা মন্ডল মনে করে বা মনে করতো। তাহলে ইব্রাহীমের মধ্যে কি এমন হিসেব-নিকেস কাজ করছিলো? যা দিয়ে তিনি ঠিক আমাদের মত করেই স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন?

আমরা স্রষ্টার মানদণ্ড যে সকল সূত্রগুলো মাধ্যমে করেছি, ইব্রাহিমের স্রষ্টার মানদণ্ড আমাদের স্রষ্টার মানদন্ড কেন এক রকম হয়ে গেল? এটা বুঝেছি যে আল্লাহ ইব্রাহিমের ইমান দৃঢ় করার জন্য অনেক কিছু দেখিয়ে ছিলেন সাথে বিশেষ একটা জ্ঞান দান করেছিলেন। সেটা ছিল অকাট্য মানে দৃঢ়, সুনিশ্চিত। সেই দৃঢ়, অকাট্য বিষয়টি তিনি আগে থেকে জানতেন না। কারণ তিনি তো তখন কোন ধর্মের অনুসারীও ছিলেন না। তাহলে ইব্রাহিমের সামগ্রিক বিষয় টার মধ্যে কি ছিল?

**ছাত্রদের উত্তরঃ**

**\* নওশাদ ভুইয়াঃ** কারণ হয়তো সর্বজনীন এই সূত্রটা একটা নিয়মের আয়তাভুক্ত। আর এই একটা নিয়মকে চলমান রাখতে পারে কেবল একজনই। তা না হলে ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা হলে মতভেদ হতো। এতে নিয়মেও ব্যতিক্রম বা বৈসাদৃশ্য অনেক হতো। এক কোথায় নিয়মের আওতাতেই পড়তো না

**\* আবু আমাতুল্লাহঃ** প্রত্যেকটা সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন উনি। স্রষ্টার স্রষ্টা এটা একটা ইনফিনিট লুপ যেটা শেষ হয় না। আবার স্রষ্টা নিজেকে সৃষ্টি করেছেন এটা মানলে তিনি তো আর স্রষ্টা হলেন না। এজন্য স্রষ্টা সৃষ্টি হওয়ার ঊর্ধ্বে এটা উনি বুঝেছেন। একাধিক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা থাকলে তারা নিজেরা আধিপত্য বিস্তারে মারামারি করতো। সৃষ্টিকে সর্বেশ্বরবাদীদের মতো স্রষ্টা বা স্রষ্টার অংশ মনে করেননি কারণ সৃষ্টি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে, স্রষ্টা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসলে সেটাও আর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব সৃষ্টি ও স্রষ্টা পৃথক।

**\* মশিউল আলমঃ** ইব্রাহিমকে যা দেখানো হয়েছিলো এবং অন্তরের মধ্যে যে হেদায়েত দেয়া হয়েছিল তার মাধ্যমেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন সৃস্টিকর্তা একজনই। কারণ ইব্রাহিমের দৃঢ়তার উপরই তার মিল্লাতের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

**\* মাহদি হাসানঃ** কারন তিনি যা দেখছিলেন তা স্থায়ী ছিল না। মানে অস্ত যাচ্ছিল, একটার পর একটা আসতেছিল। সব কিছুই একটা সিস্টেম মাধ্যমে চলছিল। এবং তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য ধরন খেয়াল করছিল। যা এই পুরো জগত চালানোর বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। যেহেতু সিস্টেম মাধ্যমে চলছিল সেহেতু সেগুলো ঈশ্বর হতে পারে না। কারন ঈশ্বর এসব নিয়মের বাইরে। ঈশ্বর যখন নিয়মের মধ্যে হবে তখন সে আর ইশ্বর হতে পারে না। অর্থাৎ তৃমন্ডলের মধ্যে গন্য হয়ে যাবে বা সৃষ্টির মধ্যে।

আর যদি একাধিক স্রষ্টা থাকত তাহলে এই নিয়মে ব্যাঘাত ঘটত।

এত সুন্দর সুনিপুণ ভাবে চলত না।

কনফ্লিক্ট করত।

যাইহোক একটু আগোছালো ভাবেই বললাম।

**\* ফাহিম আলমঃ** ইব্রাহিম নবী দেখেছেন সব কিছুই একটা সুন্দর শৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে চলছে,আর যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন তিনি হবেন সবচেয়ে বেশি সুন্দর ,সবচেয়ে বড়। যিনি স্রষ্টা হবেন তিনি কখনো এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হবেন না বরং সকল সৃষ্টি স্রষ্টার দেয়া নিয়মের অন্তর্ভুক্ত থাকবে বা মুখাপেক্ষী থাকবে,আর তিনি যেমন এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন আবার তিনিই যখন চাইবেন এগুলোকে ধ্বংস করে দিবেন আল্লহ ছাড়া কেউই এই নিয়মের রদবদল ঘটাতে সক্ষম নয়, ইব্রাহিম নবীকে আল্লহ অন্তদৃষ্টি দান করেছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ইল্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি সবখানে একই নিয়মের পুনর্বিন্যাস দেখেছেন, একটাই সিস্টেম সবখানে সেই হিসেবে উনি বুঝতে পেরেছেন যে আল্লহ একজনই এবং তিনিই এই নিয়মের পালনকর্তা।

একাধিক স্রষ্টা থাকলে সৃষ্টি মন্ডলের মধ্যে একাধিক নিয়ম দেখতে পেতেন কিন্তু সেটা তিনি দেখেন নি। তাই আলাদা স্রষ্টা মন্ডল হলে সৃষ্টি মণ্ডলেও আলাদা সূত্র বিন্যাস পাওয়া যেত,যা তিনি পাননি। আমরা আজ যেই দৃষ্টি, সূত্র দিয়ে সৃষ্টিকে দেখছি বুঝছি এবং এর মাধ্যমে স্রষ্টার একটা পরিচয় পাচ্ছি ইব্রাহিম নবীও সেইরকম দৃষ্টি দিয়েই দেখছেন যেটা বোধশক্তির চূড়ান্ত স্তর তাই তিনি আমাদের মত করেই স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আল্লহ রূহের মধ্যে সৃষ্টিজগতের সব ইল্ম দিয়ে রেখেছেন। ইব্রাহিম নবীকে হয়তো সেখান থেকে ইল্ম নেওয়ার পথ দেখিয়েছেন। মূলত আল্লহ তাকে হেদায়াত দিতে চেয়েছেন তাই তাকে এক বিশেষ পথ বা বিদ্যার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিয়েছেন। মূলত আল্লাহ যাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে হেদায়াত দিয়ে থাকেন।